ডেকেছিল তাহারা যখন

(সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার)

নাহিদ নার্মি

অনন্যা

লেখকের কথা

পৃথিবীর সব কিছু চলমান আছে কিন্তু আমি থেমে আছি। Literally আমার কাছে এমনটাই মনে হচ্ছে। প্রতি বছর ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি এই সময়টা চোখের পলকে চলে যায়। বছরের শেষ থেকে সমানুপাতিক হারে অফিসের কাজ এবং প্রকাশকের চাপ বাড়ে। বইমেলার বাকি হাতে গোনা কয়েকটা দিন। একদম শেষের দিকে এসেও যখন দেখলাম লেখা শেষ হয়নি তখন খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু লেগে থেকেছি। হাল ছাড়িনি। আসলে সৃষ্টিকর্তা লেখকদের আজন্মের চাপ নেওয়ার আর নির্ঘুম রাত কাটানোর সক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন বোধহয়। সাহিত্যের সকল শাখায় লেখালেখির একটা নেশা আমাকে খুব করে টানে। তারই ধারাবাহিকতায় আমি উপন্যাস, কবিতা, গল্প সবই লিখতে চেষ্টা করেছি। বেশ কয়েকটি বই বের হয়েছে এসব জনরাতে। সব ধরনের জনরাতেই লিখতে চাই আমি। তাই এবার একটা সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার লিখলাম।

এখনকার সময়ে যেহেতু আর শুধু লিখেই জীবন চালানো যাচ্ছে না তাই কিছু একটা কাজ করতেই হচ্ছে। জীবিকার সেই চিন্তায় অনেকটা সময় চলে যায়। মাঝে মাঝে ভাবি যদি এমন দিন আসতো লেখকরা শুধু লিখেই দু মুঠো খেয়ে বাঁচতে পারতো তাহলে জীবিকার পাশাপাশি তাদের আত্মাটাও বাঁচতো। কিন্তু আপাতত সে ব্যবস্থা হওয়ার আগে পর্যন্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখকদের প্রতি দেওয়া পরামর্শ অনুযায়ী এভাবেই সমান্তরালে চলুক লেখালেখি আর কাজ।

লেখক কালি বা কীবোর্ড দিয়ে নয় একেকটি শব্দ লেখে তার রক্ত দিয়ে। এবার এই বই "ডেকেছিলো তাহারা যখন" লিখতে গিয়ে তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি আমি। সময় কম পেলেও গল্পের প্লটটা গোছানো ছিল গত বছরের শুরু থেকেই এবং খুব যত্ন নিয়ে লেখাটা লিখতে চেষ্টা করেছি। এখন পাঠকদের ভালো লাগলেই আমার পরিশ্রম সার্থক। আশা করছি পাঠকরা নিরাশ হবে না।

নাহিদ নার্ম
জানুয়ারি ২০২৫, মিরপুর, ঢাকা।

এক

চারদিকে বরফ পড়ছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কেমন যেন গুটিয়ে গেছে ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ছোট্ট শহর রেভেলস্টোক। ছোট ছোট দালানের এই শহরটি উত্তাপের বদলে গায়ে জড়িয়েছে বরফের চাদর তাতে যা হবার তাই হয়েছে। ছোট শহর আরো ছোট হয়েছে। তবে এতে শহরের সৌন্দর্য কমেনি একটুও বরং বেড়েছে তা বহু গুণ। দূর থেকে দেখলে মনে হয় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কোনো এক বয়স্ক দাদি মা। এমনি এক শীতে আক্রান্ত শহরের ছোট্ট বাড়ির বাইরে বেশ শোরগোল শোনা যাচ্ছে। বেশ কয়েকজন পুলিশ ভীড় করে আছে বাড়িটি। শহরের লোকজন অনেক কম হলেও কেউ কেউ এসেছে। উঁকিঝুকি দিয়ে কিছুটা আঁচ করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বেরসিক পুলিশের বাঁধায় তাদের মনের ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে। মিস্টার ভিক্টর চিন্তিত মুখে বাড়িটির নিচে এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁত দিয়ে নখ কাটছে। প্রত্যেকটা কামড়ে তার মুখ থেকে ভোক ভোক করে গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। তার পেছনে দুই দিকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার দুই সহকর্মী পল ও মার্ফি। তাদের দাঁড়ানোর অভিব্যক্তিই বলে দিচ্ছে খুব মারাত্মক কিছু ঘটে গেছে বাড়ির ভেতরে। কিন্তু জনসাধরণের কারো ভেতরে যাওয়ার অনুমতি না থাকায় বাইরের উৎসুক কারো কারো কাছ থেকে ঘটনা কোনোভাবেই পরিষ্কার হচ্ছে না।

মিস্টার ভিক্টর, পল ও মার্ফিকে ডেকে বলল,

ফরেনসিক বিভাগের লোকজন কখন আসবে?

পল নিচু গলায় উত্তর করলো স্যার, আরো মিনেট বিশেক লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

কীভাবে বুঝলেন? জিজ্ঞেস করলো মিস্টার ভিক্টর,

পল বললো, মার্ফি কল দিয়েছিল দশ মিনিট আগে তারা জানিয়েছে আরো তিরিশ মিনিট লাগবে।

মিস্টার ভিক্টর খুব শান্ত গলায় উত্তর করলো, তাহলে সে অব্ধি আমরা বরফ কুচি দিয়ে পুদিনা পাতার জুস করে খাই, যেহেতু খুব ঠাণ্ডা পড়েছে তাহলে বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে। কি বলেন?

অবশ্য ওসব সম্ভবত আপনাদের না খাওয়াই ভালো। কেননা পুদিনা পাতার অনেক উপকারী গুণ থাকলেও এটা নিয়মিত খেলে কিন্তু পুরুষের পুরুষত্ব ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। আপনাদের দেখে মনে হয় এটা থাকা না থাকায় আপনাদের তেমন কিছু নির্ভর করে বলে আমার মনে হয় না। কেননা এমনিতেও আপনারা এই কম বয়েসেই যেভাবে নুতিয়ে পড়ে থাকেন। মারাত্মক বিরক্তি নিয়ে কথাগুলো বললো মিস্টার ভিক্টর।

কথাগুলো বলে আবার দাঁত দিয়ে নখ কাটতে থাকল মিস্টার ভিক্টর। এটা তার একটা খুব পুরানো মুদ্রাদোষ। বেশ চিন্তার কোনো ঘটনা ঘটলেই মিস্টার ভিক্টর দাঁত দিয়ে নখ কাটতে থাকেন। ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের অনেক অভিজ্ঞ এবং দক্ষ একজন পুলিশ অফিসার সে। তার দীর্ঘ সার্ভিস লাইফে তার ডিপার্টমেন্টের সব থেকে চৌকস অফিসারের ট্যাগ লাগানো আছে তার সাথে। একনামে সবাই চেনে তাকে। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবেও তার খ্যাতি রয়েছে। অনেকগুলো ভাষায় পারদর্শি মিস্টার ভিক্টর। তার ভাষাজ্ঞানের মধ্যে বাংলাও আছে। বাংলাদেশি দম্পতি থাকতো এই বাড়িটিতে। যেহেতু মিস্টার ভিক্টর বাংলাটা জানেন তাই তাকেই এই কেইসের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে ভিক্টিমের কল রেকর্ড, মেসেজ এবং অন্যান্য কোনো ক্লু থাকলে যাতে খুব সহজেই রিকগনাইজ করতে পারেন সে। অনেক গুণ থাকলেও শুধুমাত্র এই মুদ্রাদোষের কারণে তাকে জীবনে অনেক চরম মূল্য দিতে হয়েছে। তার জীবনের প্রথম প্রেম ভেঙ্গে গেছে এই মুদ্রাদোষের কারণে। সে অনেকদিন আগের কথা মিস্টার ভিক্টরের সদ্য হওয়া প্রেমিকা এনা হঠাৎ লক্ষ্য করল যে, ভিক্টর দাঁত দিয়ে নখ কাটে। এদিকে এনা ছিল Obsessive Compulsive Disorder বা শুচিবায়ু রোগে আক্রান্ত। প্রথম এটা লক্ষ করেই এনা সাফ জানিয়ে দিলো এভাবে দাঁত দিয়ে নখ কাঁটা বন্ধ করতে হবে। মিস্টার ভিক্টর একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু যতটা সহজে তিনি এটা মেনে নিলেন ততটা সহজে এটা ছাড়া হলো না। বরং যখনই মিস্টার ভিক্টর ভাবা শুরু করলেন এই অভ্যাস ছাড়তে না পারলে এনার সাথে তার সম্পর্কের অবণতি হতে পারে, তখন থেকে এই মুদ্রাদোষ তাকে একেবারে জেঁকে ধরলো। এরপর থেকে এনা যত warning দিতে থাকলেন প্রতিবারই মিস্টার ভিক্টর একবাক্যে স্বীকার তো করে নেন, কিন্তু পরক্ষণে সেই চিন্তায় এটা আরো বাড়তে থাকলো দিন কে দিন। এক সময় অতিষ্ট হয়ে গেলেন এনা। হুমকি ধামকিও বাড়তে থাকলো। আর মিস্টার ভিক্টরের মুদ্রাদোষ তার নিজের সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে রইল। আর

রাগে দুঃখে, অভিমানে এনা চলে গেল তার জীবন থেকে। এমন ট্রাজেডী কারো জীবনে মুদ্রাদোষের কারণে আছে কিনা পৃথিবীতে তা জানা নেই মিস্টার ভিক্টরের।

মিস্টার ভিক্টর মুখ থেকে আঙ্গুল নামিয়ে দূরে তাকিয়ে বললেন, সর্বমোট লাশের সংখ্যা কত?
পল বললো দুইজন, স্যার।
কিন্তু, বলে থেমে গেলো পল।
কিন্তু কী? চোখ ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল মিস্টার ভিক্টর।
স্যার, মানে খুব নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। দুইজন এর মধ্যে একজন ছেলে আর একজন মেয়ে। মেয়েটাকে গলা কেটে হত্যা করে তারপর তার তলপেট খোদাই করে সম্ভবত ভেতর থেকে কিছু বের করে নেওয়া হয়েছে। আর ছেলেটিকে গলা কেটে খুন করার পর তার চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে, বলতে বলতে চোখমুখে এক মারাত্মক ভয় নিয়ে ঢোঁক গিলতে থাকল পল।

মিস্টার ভিক্টর বেশ হকচকিয়ে গেলেন। এমন খুন তিনি তার এত বছরের পুলিশের চাকরি জীবনে কখনো দেখেননি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল মিস্টার ভিক্টরের। অজানা এক শঙ্কা তাকে পেয়ে বসেছে। এ কেমন খুন? মনে মনে বলতে থাকল মিস্টার ভিক্টর। কী হতে পারে খুনের মোটিভ। এমন হাজারো প্রশ্ন এসে উঁকি দিচ্ছে মিস্টার ভিক্টরের মনে।

মিস্টার ভিক্টর গট গট করে হেঁটে উপরে উঠে গেলেন। ফরেনসিক বিভাগ থেকে লোক না আসা পর্যন্ত কোনো প্রকার হাত লাগানো যাবে না। উপরে উঠে গিয়ে মিস্টার ভিক্টর তো হতভম্ভ। বসার ঘরে পড়ে আছে দুইটা নিথর দেহ। নারী দেহটির গলায় ক্ষত এবং তার তলপেট থেকে নিচের অংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। এমন নৃশংসভাবে কোনো সুস্থ মানুষ কাউকে হত্যা করতে পারে এমনটা ভাবা যায় না। মিস্টার ভিক্টরের এতদিনের সার্ভিস লাইফে কত হত্যাকাণ্ড দেখেছে সে কিন্তু এমনভাবে কোনো হত্যাকাণ্ড তার চোখে পড়েনি। মাথা ঘুরে যায় দেখলে। এরপর আর কখনো এমন দেখা যাবে কি না সেটাও বলা যাচ্ছে না।

ফরেনসিক বিভাগের লোকজন চলে এসেছে। নমুনা সংগ্রহ করছে তারা। মিস্টার ভিক্টরের সতর্ক চোখ খুঁজে ফিরছে একটা clue এর আশায়। যদি এমন কিছু চোখে পড়ে যায় যা তার তদন্ত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু, চারপাশের সবকিছু গোছানো। কোনো ভাঙ্গাচোড়া নেই সবকিছু বেশ পরিষ্কার, শুধু ঘরের যেই জায়গায় লাশ গুলো পড়ে আছে সেখানেই কেবল রক্তের দাগ। এর বাইরে কোথাও কোনো কিছু অগোছালো নেই। মিস্টার ভিক্টর খুব স্থিরভাবে চারপাশে তার অভিজ্ঞ চোখ বুলিয়ে যাচ্ছেন।

লাশগুলোর অবস্থা দেখে পেট উল্টিয়ে আসছে, সাথে এটাও স্পষ্ট যে সাংঘাতিকভাবে বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষ ছাড়া এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড কারো দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়।

মি. ভিক্টর মুখ ভার করে বসে আছেন ঘরের এক কোণে।
তরুণ পুলিশ অফিসার পল ডাকলো,
স্যার।
মিস্টার ভিক্টর নিশ্চুপ।
এই ঘরে রাজ্যের স্তব্ধতা নেমেছে, সময় থমকে গেছে।
পল আবার ডাকল,
স্যার।
মি. ভিক্টর ঘুরে তাকালেন মুখভর্তি তার বিরক্তি।
বিরক্তি নিয়ে বললেন,
বলো।
পল দু হাত কচলিয়ে অনীহার সাথে জিজ্ঞেস করলেন কিছু সাংবাদিক কথা বলতে চাচ্ছিলেন।
মিস্টার ভিক্টর ধমকের সুরে বলে উঠলেন,

আমি কি এখন ওদেরকে তোমার বিয়ে নিয়ে আপডেট দেবো? এছাড়া তো আর কোনো উপায় তো দেখছি না আচ্ছা দেখো পল তোমার চাকরির বয়স কত দিন হল?
চার বছর এক মাস পাঁচ দিন।
আরে বাহ, চাকরির বয়স চার বছরের জায়গায় চার মাস হলে বোধহয় তোমার সাথে মানানসই হতো।

পল বললো, কেন স্যার?

কেন বুঝতে পারছো না! এখনো এই কেইস সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা আছে, কীভাবে কী হয়েছে কিছুই তো বোঝার উপায় নেই। এর মধ্যে সাংবাদিকদের কী বলবো? তুমিই বলো।
পল বুঝতে পেরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।
মিস্টার ভিক্টর উত্তেজিত হয়ে বললো,
এখানে না দাঁড়িয়ে থেকে নিচে যাও সবাইকে বলো পরে এই ব্যাপারে আপডেট দেওয়া হবে। এখন এই খুনের ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। আপনাদেরকে সময়মতো সব জানানো হবে।

হঠাৎ টেবিলের উপর রাখা একটা ডাইরিতে তার চোখ আটকে গেলো। সে ডাইরির উপরে খুব সুন্দর করে গোটা গোটা করে লেখা একটা নাম, ফাইরুজ আলম। ডাইরিটা উলটে দেখা শুরু করলো মিস্টার ভিক্টর।